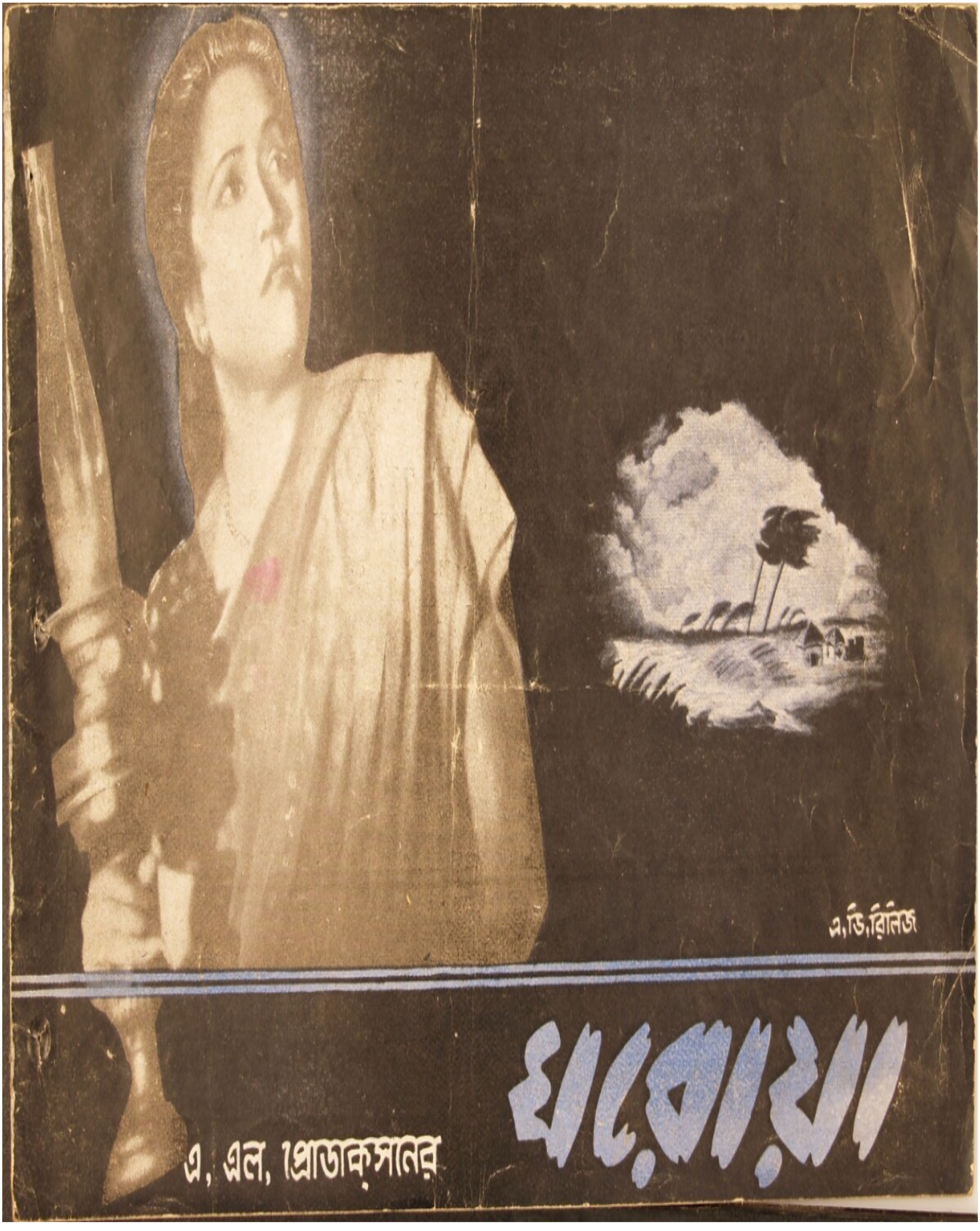

এ.ডি.রিলিজ
এ, এল, প্রোডাক্‌সানের
ঘরোয়া

এ, এল, প্রোডাকসনের বাংলা চিত্র-নিবেদন!

ঘরোয়া

কাহিনী ও সংলাপ ঃ **প্রবোধ সান্যাল**

কর্ম্মীবৃন্দ :

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ	মণি ঘোষ
চিত্রশিল্পী	: নিমাই ঘোষ
শব্দ-যন্ত্রী	: সুনীল ঘোষ
সুর-শিল্পী	: ক.লোবরণ
আবাহ-সঙ্গীত	: প্রতাপ মুখার্জ্জি
প্রধান-যন্ত্রী	: নৃপেন পাল
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	: ধীরেন দে (কেবি)
শিল্প-নির্দ্দেশক	: শুভ মুখার্জ্জি
সম্পাদনা	: অসিত মুখার্জ্জি
ব্যবস্থাপক	: শ্র'মল দে
গীতিকার	: রমেন চৌধুরী

রবীন্দ্র-সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়ক :
অনাদি দস্তিদার

শিল্পীবৃন্দ :

মলিনা দেবী

শিশির মিত্র ★ অশোকা গোস্বামী

ভানু ব্যানার্জ্জি, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, ব দল মুখার্জ্জি, সুধীর চক্রবর্ত্তী. শচীন গোস্বামী, সমরেন রায়, ক্ষিতীশ বোস, নিখিল রায়

এবং

সুপ্রভা মুখার্জ্জি, প্রীতিধারা, নমিতা দেবী, তারা ভাদুড়ী. মায়া সিংহ, শঙ্করী ঘোষ, মণিকা ঘোষ, অলকা মিত্র, অমিয়া রায়, শীলা, রমা, রেবা প্রভৃতি।

সহকারী :

পরিচালনায়	—	প্রতাপ মুখার্জ্জি, রবীন মিত্র, সত্যনারায়ণ রায়, সুনীতি ঘোষ
চিত্রশিল্পে	—	কেশব রায়, গৌর সাহা, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী
শব্দগ্রহণে	—	স্বাস্থ্য দত্ত, অমল বসু।
ব্যবস্থাপনায়	—	ব্রজবিহারী মিত্র
শিল্প-নির্দ্দেশনায়	—	অনিল পাইন, শচীন মুখার্জ্জি
রসায়নাগারে	—	লালমোহন ঘোষ, সুধীর ঘোষাল, চণ্ডী শীল

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

গুরুদেবের দুই খানি গান ;

☆ "তোমায় নতুন করে পাব বলে"
"অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে"

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ঃ

☆ পি, মজুমদার, পিপলস্ ফার্ম্মাসী. দৈনিক বসুমতী
এ, এন, মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স, মণ্ডল (অগ্রগামী)

ঘরোয়া (কাহিনী)

লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিভূতি রায়। অর্থ প্রতিপত্তি, পশার, প্রতিষ্ঠা প্রচুর; আর তার চাইতেও বেশী সুনাম। নিজে রিসার্চ করে বার করেছেন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি, তাই নিয়ে পৃথিবী জোড়া আলোড়ন, অন্দোলন। এত থেকেও কিন্তু বিভূতি বড় একা। দশ-এগার বছরের মেয়ে 'মীনু,' সেই তার সব। মা-মরা মেয়ে, অনেক কষ্টে মানুষ করেছেন মাইনে করা গভর্ণেসের সাহায্যে। তাই মীনুর কোন আব্দারই অপূর্ণ থাকেনা বাপের কাছে। বাগানের এক কোনে বিভূতি গড়ে দিয়েছেন মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফুল-পাতায় ঘেরা ছোট্ট একটি "মাতৃস্মৃতি"। এখানে মেয়ে তার মৃত মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় প্রতিদিন পূজা-ফুল দিয়ে। মায়ের ব্যবহৃত টুকি-টাকি জিনিষ সে এনে জড় করেছে এখানে; তার ভেতর আছে মৃতমায়ের একখানি disc রেকর্ড। কোন্ ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছে মীনু কিছুই মনে নেই তার, মা বলতে এখন সে চেনে মায়ের কণ্ঠস্বরকে। রোজ দুবেলা সে মায়ের গান শোনে রেকর্ড বাজিয়ে। সময়ে-অসময়ে বিভূতিও এসে যোগ দেন; পিতাপুত্রীর মন স্মৃতির ভারে ব্যথাভরাতুর হয়ে ওঠে, তাদের নয়ন হয় অশ্রুসজল।

সেবার কোলকাতায় ডাক্তারদের বিরাট কনফারেন্স। ডাক্তার বিভূতি রায়কে চলে যেতে হয় হঠাৎ। একমাত্র মাতৃহারা মেয়েকে তিনি বুঝিয়ে বলেন, "আমি শীগ্‌গীরই ফিরে আসবো, সাত দিনের মধ্যেই"।

মেয়ে বলে, "এতদিন আমিই তোমার হয়ে ফুল দেব মায়ের কাছে"।

কোলকাতায় ডাক্তার নাগের ড্রয়িংরুমে বিভূতির সঙ্গে দেখা হয়—সিনেমা ও রেডিয়োর প্রসিদ্ধা গায়িকা 'অঞ্জনা দেবীর'। ওদের কথাবার্ত্তায় মনে হয় অতীতের কোন ভুলে-যাওয়া দিনে এদের ছিল কোন বিশেষ পরিচয়, কিন্তু সে ইতিহাস জানবার কারুরই সুযোগ ঘটে না। অঞ্জনা হঠাৎ জল্‌সা ত্যাগ করে চলে যায় তার বৃদ্ধ কাকাবাবুর সঙ্গে।

* * *

সে রাত্রে কাকাবাবু ছুটে আসেন বিভূতির হোটেলে। অঞ্জনা আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছে! বিভূতি ছুটেযায় কাকাবাবুর সঙ্গে। বিভূতির পরিচিত বড় বড় ডাক্তাররাও এসে হাজির হন তার অনুরোধে। কঠিন সমস্যা। কি করা উচিৎ! এত বড় risk বিভূতি কেন নেবে? কিসের জন্য? বিভূতি বলে, "risk আমাকে নিতেই হবে, চেষ্টা আমাকে করতেই হবে তাতে যাই হোক।"

"কিন্তু কেন ?"

কারণ উনি আমার স্ত্রী"।

বিভূতির চেষ্টায় অঞ্জনা বিপদ কাটিয়ে ওঠে।

'আমাকে কি মরতেও দেবেনা তুমি ?"

"একটু ঘুমোও" বিভূতি সস্নেহে বলে। অঞ্জনা ঘুমোয়। বিভূতি খুলে বসে অঞ্জনার ডায়েরী।

* * *

নাম তার অমলা। বাপ-মা হারা মেয়ে হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করে—খরচা চলে গানের মাষ্টারী করে। ছাত্রছাত্রীদের একটা পিকনিকে ওর আলাপ হয় মেডিকেল কলেজের কৃতিছাত্র বিভূতি রায়ের সঙ্গে। এই আকস্মিক আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে এবং পরিশেষে অচ্ছেদ্য প্রেমে পরিণতি লাভ করে। বিয়ে করে অমলা আর বিভূতি ঘর বাঁধে ছোট্ট একটি সহরে। আজন্ম স্বপ্নবিলাসী বিভূতি, টাকা পয়সা রোজগারের একদম খেয়াল নেই, তার পড়াশুনা আর রিসার্চ' নিয়েই মেতে থাকে। সংসার চলা অসাধ্য হয়ে ওঠে। অমলা কিন্তু একদিনের তরেও অভিযোগ করে না। নিপুনভাবে ছোট্ট সংসারটিকে গুছিয়ে পরিপাটি করে চালিয়ে নিয়ে যায়। মীনুর জন্মের পর সংসারে অভাব আরও প্রকট হবার কথা, কিন্তু অমলা কোন্ যাদুবলে সব ব্যবস্থা করে, তা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। বিভূতি সন্দেহ প্রকাশ করলে অমলা হেসে বলে, "মিনু, তোর বাবাকে বলে দে, ঘর-সংসারের ওপর তাঁর ডাক্তারী করতে হবে না।"

আজ মীনুর জন্মদিন। ও বছর চারেকের হল। অসময়ে বিভূতি বাড়ী ফিরে দেখে অমলা বাড়ী নেই। পাশের বাড়ীর মহিলা বলেন, "অমলা কাজে গেছে একটু"। মহিলার ছোট ছেলেটি বলে, "মাসীমা তো রোজই এমন সময় বেড়িয়ে যান, আর আমরা বসে গল্প করি।"

কি ভেবে বিভূতিও বেড়িয়ে যায় রাস্তায়। মীনুর জন্যে একটা জামা কিনতে গিয়ে বিভূতির নজরে পরে তার স্ত্রী যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। বিভূতি জামা ফেলে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় একজন লোক

অমলাকে দেখিয়ে বলে তার সঙ্গীকে, "ঐ যে রে চল্লেন অভিসারে। ছিনেটে বাহুল্ কি আর চল্লেন সেজেগুজে।"

সন্দেহের বিষ মনে নিয়ে বিভূতি তার স্ত্রীকে অনুসরণ করে। একটি বাগানের গেট পেরিয়ে অমলা ভিতরে ঢোকে। বিভূতি রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে দেখে। বাড়ীর সামনের বারান্দায় বসেছিল একটি যুবক। অমলা কাছে আসতেই সে হাত বাড়িয়ে দেয়, অমলা তার হাত ধরে ভেতরে ঢোকে—দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

বন্ধ হয়ে যায় বিভূতির সমস্ত সুখের দরজাও। এতকাল সে যে সুখের সংসার গড়েছিল সবই কি তাহলে মিথ্যে দিয়ে তৈরী? অমলা লুকিয়ে প্রেম করে? অমলা তাহলে ....

সে রাত্রে বিভূতি নিজের ভদ্রতাবোধকেও হারিয়ে ফেলে সন্দেহের বিষে সে জর্জ্জরিত। অমলাকে সে কুৎসিত ভাবে অপমান করে, আর সে-রাত্রেই দেশ ছেড়ে চলে যায় মীনুকে সঙ্গে নিয়ে। অমলা ওদের খোঁজে অনেকদিন ধরে. তারপর ফিরে আসে কোলকাতায়। সেখানে সে কাকাবাবুর আশ্রয়ে থাকে,—গান গায় রেডিওতে, সিনেমায় জলসায়,—নাম দেয় অঞ্জনা।

মনের জ্বালায় একদিন বিভূতি যায় সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে যেখানে সে অমলাকে ঢুকতে দেখেছিল। যুবকটির টুটি টিপে ধরে সে বলে. "কোথায় সে—কোথায় আমার স্ত্রী?"

"করেন কি? আমার স্বামীকে মেরে ফেলতে চান নাকি? উনি যে অন্ধ!" যুবকের স্ত্রী ভীত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে। "অন্ধ!" বিভূতি অপ্রস্তুত হয়। অন্ধ বলে "হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী আমাকে গান শেখাতেন। আপনার কথা অনেক শুনেছি তাঁর কাছে।"

বিভূতি রীতিমত লজ্জিত হয়ে ওঠে। সে কি করতে বসেছিল! আর, কি অবিচার করেছে সে তার স্ত্রীর প্রতি। এই সূত্রে বিভূতির সঙ্গে অন্ধ ভদ্রলোকটির ঘনিষ্ঠতা জন্মে আর এরই চেষ্টায় তিনি একদিন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

অমলা তখন অবরোধের পথে। বিভূতি একদিন বলে. "তুমি ফিরে চলো"

অমলা বিদ্রূপ শানিত কণ্ঠে বলে "সে হয় না" বিভূতি অনুরোধের সুরে বলে "আমার জন্য

না যাও, তোমার মেয়ে মীনু,—তার জন্যও কি তুমি যাবে না? অমলা চমকে ওঠে, বলে "মীনু? আমাকে মনে আছে তার? "তার কাছে তোমার স্মৃতি আজ সা চাইতে দামী"। "আমার স্মৃতি? তুমি কি বলেছ আমি মরে গেছি"? বহুদিন মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে ছিলাম, একদিন বলতেই হল তুমি আর নেই"। অমলা কঠিন হয়ে ওঠে বলে, "আমি যাব, তোমার সঙ্গে। যে মেয়েকে একদিন তুমি আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়েছিলে, তাকে আমি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব।"

কাগজে কাগজে ঘটা করে খবর বেরোয় "ডাক্তার বিভুতি রায়ের সঙ্গে প্রসিদ্ধা গায়িকা অঞ্জনা দেবীর বিবাহ।

মিনু এসে ধরা গলায় বাপকে প্রশ্ন করে, "ওকে আমি কি বলে ডাকব বাবা?"

"কাকে?"

"ঐ তুমি যাকে বিয়ে করে এনেছ।"

বিভুতি চমকে ওঠে বলে, "তুমিত এখন বড় হয়েছো মা, সবই বোঝ, সবাই যা বলে.....”

"না, না, ওকে আমি মা বলতে পারবো না, কিছুতেই না—কিছুতেই না"। অভিমান আর অপমানে মীনু কেঁদে ফেলে।

এই ভাবে মা ও মেয়ের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলে। মা যতই মেয়েকে কাছে টানতে চায়, মীনু তার বালিকাসুলভ রূঢ়তায় ততই তাঁকে আঘাত করতে থাকে। কোথাকার কে একজন এসে তার মায়ের পূণ্য-স্মৃতিকে কলুষিত করতে বসেছে। তিক্ততায় মীনুর মন ভরে ওঠে। কঠিন অপমানের চাবুকে সে অমলাকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে! রাতের আঁধারে বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় সঙ্গোপনে অশ্রুপাত করে।

কিন্তু এর পরিণতি কোথায়? অমলা কি কেড়ে নিতে পেরেছিল তার মেয়েকে? জয় করতে পেরেছিল কি ওই বিদ্রোহী ছোট্ট হৃদয়টি? মীনু কি চিনতে পেরেছিল তার চিরদুঃখিনী মাকে? বিমাতার আসন থেকে নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল কি অমলা?

এই সব প্রশ্নের জবাব পাবেন "ঘরোয়া" ছবিতে।

---

(১)

তোমায় নতুন করে পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ।
দেখা দেবে বলে তুমি
হও যে অদর্শন।
ও মোর ভালবাসার ধন।
তুমি আমার নও আড়ালের
তুমি আমার চিরকালের
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন।
তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।
(তোমার) শেষ নাহি তাই শূন্য সে যে
শেষ করে দাও আপনাকে যে
ঐ হাসিয়ে দেয় ধুয়ে মোর বিরহের রোদন
ও মোর ভালবাসার ধন।

(২)

ঘুরে ঘুরে আসবো কাছে যতই দূরে রাখো।
অনাদরে অবহেলায় যদিও ও মুখ ঢাকো।
মন যে আমার বলে, তুমি টানছো পলে পলে
নয়ন জলে শেষ না হলে মিলন হবে নাকো।
ভুলের সীমা বাড়বে যতই শেষ হবে সব ব্যথা
শতদলের পাপড়ি সম ফুটবে যত কথা —
সময় হলে পরে, মুকুল শাখে ধরে
বাধা তখন রইবে না আর
শুনবে আমার ডাক ও যতই দূর রাখো।

(৩)

আজ দোল দিলো কে মনে মনে—এই লগনে!
আমি জানি—বলবো নাকি?
ওই যে পাখী—ওই তো।
না, না, না,—তা হলে তো সুরে সুরে
মধুর কথা কইতো।
কইবে—কইবে—কইবে কথা—ঠিক যেন তা—
তারি সনে—রয় যে মনে এই লগনে
আজ দোল দিল কে মনে মনে—এই লগনে
সামনে যে রয়—সে বুঝি নয়?
চোখের বালাই—তারে সকলে কয়
অলখ রতন মনের মতন, রয় গোপনে মনে মনে
—এই লগনে।
এই যে আলো—পরশ তাহার,
ফুলের বুকে দুলালো, দুলালো, দুলালো হার
বাধায় গোল দেয় সে যে দোল,
দেয়না ধরা পাগল ধরা—সেই কারণে
—এই লগনে !!

(৪)

এ যেন সেই রূপ কথা
রূপকথারই দেশ।
অধীর ধারা নদীর বুকে
ঢেউয়ের উপর ঢেউ
জাগায় স্বপন সুরের রেখা
রূপকথারই দেশ।
মনের কথা বনের পাখী
ফুলে ফুলে বিলায় নাকি
পাতায় পাতায় মাতায় ওরে
সবুজ অবুজ বেশ
রূপকথারই দেশ
ঐ পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
আলো-ছায়ার খেলা
নীল আকাশের কোন জনা সে
ভাসায় মেঘের ভেলা
পাহাড়ী ঐ ঝরণা সম
বাঁধবো মোরা বাসা—
তুমি আমি এই নির্জনে
এই শুধু মোর আশা।

(৫)

অচেনা, অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে
অচেনাকেই চিনে চিনে উঠ্‌বে জীবন ভরে।
জানি জানি আমার চেনা কোন কালেই ফুরাবে না
চিহ্ন-হারা পথে আমায় টান্‌বে অচিন ডোরে।
ছিল আমার মা অচেনা নিল আমায় কোলে
সকল প্রেমই অচেনা গো তাই'ত হৃদয় দোলে।
অচেনা এই ভুবন মাঝে কত সুরে হৃদয় বাজে
অচেনা এই জীবন আমার বেড়াই তারি ঘোরে।

মুক্তি-প্রতিক্ষায় !

রাধা ফিল্মসের নূতন সামাজিক

স্যার শঙ্করনাথ

পরিচালনা : দেবকী বোস ● সঙ্গীত : অনিল বাগ্‌চী

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের বিপ্লবী চিত্র—

জয়যাত্রা

পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী ★ সঙ্গীত : কমল দাসগুপ্ত

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্সের গীতি-চিত্র—

রাঙামাটি

পরিচালনা : প্রণব রায় ★ সঙ্গীত : কমল দাসগুপ্ত

ভারতী ছায়া মন্দিরের প্রথম সামাজিক চিত্র—

ভ্যারাইটি ষ্টোর্স

পরিচালনা : বিনয় ব্যানার্জ্জি ★ সঙ্গীত : সমরেশ চৌধুরী

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্স রিলিজ।

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্সের তরফ হইতে সম্পাদিত এবং ৩২।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

5-12-47